সিটি রেইলের কামরায়

আনোয়ার আকাশ

প্রতিদিনের মতো আজও সিটি রেইলের এ কামরায় উঠেছি।
একটা শঙ্কাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। আজকাল প্রায়ই হয়।

ছোট বেলার কথা মনে পড়ে
যখন স্বপ্ন দেখতাম বড় হলে অনেক কাজ করবো।
এক্কা-দোক্কা পেরিয়ে, শৈশবের হামাগুড়ি থেকে
কখন যে এই বাধ্যক্যের কোঠায় এসে ঠেকলাম
তার হিসেব মেলাতে পারিনা।

রহিম-মোশ্‌তফা দুই ভাই, বড় কষ্টে কাটছিল ওদের দিন
একটা গাভীর দুধ বিকিকিনি করে দিন কাটতো ওদের
একটা গাভীর দাম আর কতো?
প্রথম মাসের বেতন থেকেই দিয়ে দেবো।

লাইজুর মা কাজ করতো আমাদের বাসায়
কতদিন, কাঁদতে দেখেছি তাকে, পয়সার অভাবে
ছেলেমেয়ে গুলোকে ভাল কিছু দিতে পারেনা বলে
ভেবেছি আরতো ক'টা দিন।
শিড়্গাজীবন শেষে কিনে দেবো ওদের জন্য একটা রঙিন চাদর
পণ করেছিলাম টিউশনির পয়সা বাঁচিয়ে দিয়ে দেবো
বাচ্চাদের জন্য আইসক্রীমের পয়সা ।

আমাদের গলির - গরীব অন্ধ ভিক্ষুকটাকে
একটা দোকান বানিয়ে দেবো বলে
নিজেকে শান্ত্বনা দিয়েছি।
গুলিস্থানের মোড়ে দাঁড়িয়ে জুতা পালিশ করে
ছোট্ট সোবহানের কষ্টকে লাঘব করে দেবো ভেবেছি অনেকদিন ।
করা হয়নি।

আজকের এ পৌড়ত্বে এসে সবকিছু এলোমেলো মনে হয়
সব না পারার বেদনায়
শস্নথ হয়ে আসে মনের সুপ্ত বাসনার লাগাম।

অতএব হে নবীন, শুধু পণ আর ভাবনা নয়
এগিয়ে যাও তোমার সৃজনশীল কর্মে,
তোমার প্রতিদিনের হালখাতায় যোগ করো
একটি শুভ কর্মের।
যা ঘোচাবে তোমার
আগামী দিনের দৈন্যতা
আর আমার মতো সিটি রেইলের কামরায়
শূন্যতাবোধে শঙ্কিত আর অতৃপ্ত হৃদয়ের
দুঃসহ ক্ষত।